নিমফুলের মধু

নিমফুলে এ-বছর কম মৌমাছি বসছে। লিচুগাছেও গতবারের চেয়ে কম। নকুল একটু এগিয়ে, ঝুঁকে তৃতীয় খুপরিটা দেখে নিয়ে পিঠ টান করল, দাও দিকি একটা বিড়ি।

শিবু অন্য সময়ে হলে বলে দিত, নেই রে, কিন্তু এখন তার নিজের দায়। ট্যাঁক থেকে আস্ত একটা বিড়ি নিয়ে নকুলের হাতে তুলে দিতে তার মনটা একটু খচ-খচ করে। যাক গে, অন্যভাবে সে এর পাঁচগুণ পুষিয়ে নেবে।

সে নিজেও একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, বড় দু-শিশি নেব, একটু সস্তা করে দিস।

নকুল হা-হা করে ওঠে, করো কী, করো কী! বাইরে চলো। ধোঁয়ার গন্ধে এক্ষুনি সব খেপে উঠবে!

রাস্তায় পা দিয়ে সে নিজের বিড়ি ধরায়, নিমের মধু দিতে পারব না। দেখলে না খুপরি খাঁ-খাঁ করছে!

—ওকথা বললে চলে! তোর ঘরে নেই?

নকুল চেপে যায়। ঘরে এক শিশি আছে। দত্তবাবু শনিবারদিন তিন টাকা দিয়ে বায়না করে গেছেন। নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করে বলল, গরিবের ঘরে মধু কি আর পড়ে থাকে!

—এক শিশি নাহয় দে। বৌদির বোনেরা এসেছে কলকাতা থেকে। বৌদি খুব গল্প করেছে তোর নিমের মধুর। আরেকটা মেয়েছেলে এসেছে মাইরি ওদের সঙ্গে, ওদের বন্ধু, তোর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

নকুলের এখন এতো কথা শোনবার সময় নেই। একবার বাজারে যেতে হবে। তার আগে পদু সাহার বাড়ি গিয়ে টাকার তাগাদা দিতে হবে। হাত একদম ফাঁকা। সন্ধে হয়ে আসছে। চাল আর কেরাসিন না নিয়ে বাড়ি ফেরার উপায় নেই। বেড়ার গা থেকে সাইকেলটা টেনে নিয়ে বলল, নেবে তো টাকা বের করো। বাজারটা একবার ঘুরে এসে মধু বাড়িতে দিয়ে আসব।

—এক শিশি অন্তত নিমের দিবি তো? আরেকটা নাহয়—

—কলকাতার মেয়ে, আমের মধু নিমের মধু— অতো কি বুঝবে গো?

—বৌদি অতো করে বলে দিল!

নকুল গলা খাঁকরে শ্লেষ্মা ঝাড়ল, থাকলে দিতুম না? ফাল্গুন থেকেই আমের বউলে কীরম মৌমাছি লেগেছে দেখোনি?

সে বোঁ করে চলে যায়। ঝরঝরে সাইকেল। তার বিয়ের যৌতুক। সারা রাস্তা ঝনখট ঝনখট আওয়াজ করে।

সাইকেলের শব্দে আগে থেকেই পদু সাহার বউ বেরিয়ে আসে, কে, নকুল?

হ্যাঁরে, বাবুকে দেখলি রাস্তায়?

—বাবু তো ঘরে বসে সিগ্রেট খাচ্ছেন।

—দূর! দুপুরের ট্রেনে কলকাতা গেলেন। বলে গেলেন সন্ধের আগেই ফিরবেন। দোকানে হিসেব-টিসেব নিয়ে কী একটা দরকারি কাজ পড়েছে—

নকুলের বাঁ পায়ে একটা মশা, ঝুঁকে চটাস করে চাঁটি মেরে বলল, তবে তো আপনাদের ঘরে আগুন লেগেছে গো! জানলার ফাঁক দিয়ে যা ধোঁয়া বেরোচ্ছে!

—ওমা, তাই নাকি!

বউটা চলে যাচ্ছে, নকুল গলা তুলে বলল, আমার সাত টাকা নিয়ে আসবেন।

—আমার কাছে কি টাকা থাকে? দেখি যদি এক-আধ টাকা পাওয়া যায়।

কেরাসিন হল না, চাল আর তিরিশ পয়সায় অল্প একটু লটে মাছ নিয়ে নকুল বাড়ি ফিরছে, ঘোষেদের জানালায় তার চোখ আটকে গেল। ভেতরে টিভিতে নাচ হচ্ছে। নাচ শেষ হতে না হতেই ফাইটিং। জানলার বাইরে অনেকেই ভিড় করে দেখছে। নকুল একটা নারকেল গাছে বাঁ হাত রেখে সাইকেলে বসে বসেই পুরো সিনেমাটা দেখল।

বাড়ি পৌঁছে নকুলের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ছেলেমেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়েছে। পান্নার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, চুনীর ইজের ছিঁড়ে ফালি-ফালি, তার হাতের মুঠোয় হীরের লম্বা একগোছা চুল উঠে এসেছে।

চাল আর মাছের ঠোঙা মাটিতে নামিয়ে রেখে নকুল ছেলেমেয়েদের এলোপাথাড়ি চড় ঘুষি লাথি কষাল। হীরে চুনী পান্না মার খেয়ে কে কোথায় সেঁধাল, সাড়া পাওয়া গেল না।

চণ্ডী পাশের ঘরে মাটিতে আঁচল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মারামারিতে তার ঘুম ভাঙেনি। নকুলের চড়-ঘুষিও তার কানে যায়নি। সব যখন চুপচাপ, নকুল সন্ধেয় কেনা ছটা বিড়ির প্রথমটা সবে ধরিয়ে ওঘরে ঢুকেছে, চণ্ডী ধড়ফড় করে উঠে বসল। এক মুহূর্ত অদ্ভুত চোখে নকুলের দিকে চেয়ে থেকে তার ঘোর ভাঙল, বাব্বা! যা একখানা স্বপ্ন দেখছিলুম!

কে বলবে নকুল একটু আগেই নিজের ছেলেমেয়েদের মারধর করেছে, বিড়িতে ছোট একটা টান দিয়ে বলল, কী?

—দেখলুম ভাত পুড়ে যাচ্ছে। চাল এনেছো?

—অনেকদিন পর লটে মাছ পেলুম। বেশ ঝাল দিয়ে রাঁধোতো গিয়ে।

দু-ঘরের মাঝখানে একটা মাত্র কুপি। তেল কমে গিয়ে দপ-দপ করছে। চণ্ডী সেদিকে একবার তাকিয়ে বলল, তেল ভরতে হবে। কেরাসিন এনেছো?

নকুলের বিড়ি নিভে গিয়েছিল, নিচু হয়ে কুপি থেকে ধরিয়ে নিয়ে বলল, একটু পড়েই চাঁদ উঠবে। আজ ওতেই একরকম চলে যাবে। কাল কেরাসিন আনব।

মেয়েদুটো আর চুনী খেতে বসে বাপের কিলচড় ভুলে কোঁদল শুরু করেছিল, এক ধমক খেয়ে চুপ। জ্যোৎস্নায় দাওয়ায় বসে সবাই চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে, খাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, হঠাৎ ছোট মেয়েটা ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, আমায় মোটে একটুখানি মাছের ঝোল দিয়েছে, আমার কত রক্ত পড়েছে নাক দিয়ে!

নকুলের চোখে ঘোষেদের বাড়ির জানলা ভাসছিল, হঠাৎ কান্না শুনে মুখে ভাত নিয়েই সে খুব বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, মারব এক থাবড়া!

চণ্ডী নিজের ভাগ থেকে খানিকটা ঝোল পান্নার থালায় তুলে দিয়ে বলল, সব সময় খালি মারব, মারব! জিবে নিমের পাতা বেটে দিয়েছ নাকি, অ্যাঁ?

খেয়ে উঠে বিড়ি ধরাবার উপায় নেই, কুপি অনেকক্ষণ নিভে গেছে। উনুনের পোড়া কাঠ-পাতায় জল ঢালা। নকুল বিড়িহাতে চণ্ডীর পিছনে এসে দাঁড়ায়, ঘরে দেশলাই নেই?

—জোছনায় ধরাও গিয়ে!

একটু পরে হাত ধুয়ে এসে একটা দেশলাই এনে নকুলের পায়ের কাছে ছুড়ে দেয়।

তিনটে মাত্র কাঠি। নকুল সাবধানে বিড়ি ধরায়।

চাঁদ গাবগাছ ছেড়ে সুপুরিবনের দিকে যাচ্ছে। দাওয়ায় বসে চণ্ডীর থালাবাটি ধোওয়ার শব্দ আর তার গোঙানি শুনতে শুনতে নকুল বিড়ির আগুন থেকে আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে ঘন-ঘন টানতে থাকে।

চণ্ডীর হাতের হাজা ছাই-জল লেগে জ্বলছে, তার ওপর অন্ধকারে একটা ভাঙা বাটির কানায় লেগে তার হাত কেটে গেছে, সে কোঁকাতে-কোঁকাতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই নকুল খিঁচিয়ে উঠল, আঃ, তাড়াতাড়ি সার না ঘরামীর মেয়ে!

'ঘরামীর মেয়ে' নকুল রেগে আর আদর করে— দু-অবস্থায়ই বলে। ঘরে ঢুকে চণ্ডীকে নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে এবার নকুল অন্যরকম গলায় বলল, ঘরামীর মেয়ে! ছাগল দুধে কালোজামের মধু মেরে তোকে খাওয়াব, দেখিস।

একটা গাছের ডালকে শাড়ি জড়ালে যেমন হয় চণ্ডী প্রায় সেইরকম। গায়ে মাংস নেই, শুধু হাড়। কোঁকাতে-কোঁকাতেও সে ঝেঁঝে উঠল, রোজ ওই এক কথা। শুনে শুনে কান পচে গেল! মিথ্যুক